বাংলা ব্যাকরণ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ব্যাকরণের একটি সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* বাংলা ভাষার ব্যাকরণের একটি সংজ্ঞা রচনা করতে পারবেন।
* বাংলা ব্যাকরণের বিভাগগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

শব বা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে যেমন মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য, পরস্পরের যোগাযোগ ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায় তেমনি ভাষার বিশ্লেষণ করে ভাষার নানা উপকরণ, উপাদান, বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি জানা যায়। এজন্য ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপভাবে রচনা করা যায়।

যে শাস্ত্রে বা বিদ্যায় ভাষার রূপ, প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাই ব্যাকরণ।

বাংলা একটি ভাষা। বাংলা ভাষারও নিজস্ব নিয়ম ও পদ্ধতি আছে। তাই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বলতে আমরা বুঝব–

যে শাস্ত্রে বা বিদ্যায় বাংলা ভাষার রূপ, প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাকেই বলে বাংলা ব্যাকরণ।

আমরা ব্যাকরণ পড়ব কেন? এর উত্তরে বলা যায় ভাষার রূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সম্পর্কে জানা থাকলে ভাষাকে সার্থক, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়। এজন্যই আমাদের ব্যাকরণ পড়া ও জানা দরকার। ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয় কি? প্রত্যেক ভাষার তিনটি মৌলিক অংশ থাকে। সেগুলো হচ্ছে- ১. ধ্বনি, ২. শব্দ ৩. বাক্য। সব ভাষার মত বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও এই তিনটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। এগুলোকে আমরা বলি ১. ধ্বনিতত্ত্ব, ২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

ধ্বনিতত্ত্ব

মানুষের বাক-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ মুখহ্বির, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিত অর্থবোধক আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনির মৌলিক অংশ বা একক (Unit) কে ধ্বনি একক বলে।

বাক-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উৎপাদিত ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষারই একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) আছে। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। যেমন- কলম। এখানে তিনটি ধ্বনি আছে এবং এ তিনটি ধ্বনি প্রকাশ করা হয়েছে যথাক্রম ক, ল, ম প্রতীক বা বর্ণ দিয়ে। ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনি প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনি সংযোগ বা সন্ধিতে ধ্বনির পরিবর্তন, লোপ, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগের আলোচ্য বিষয়।

রূপতত্ত্ব

শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক। এক বা একের বেশি ধ্বনি দিয়ে গঠিত হয় শব্দ।

বাক্যে ব্যবহৃত পদ বা শব্দের রূপ, গঠন প্রভৃতি ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয় তাকে রূপতত্ত্ব বলে। শব্দ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ, ক্রিয়ামূল বা ধাতুরূপ ইত্যাদি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাক্যতত্ত্ব

পদসমূহের সঠিক বিন্যাস হলে একটি বাক্য সৃষ্টি হয়। বাক্যের গঠন প্রণালী, পদের ব্যবহার ও ক্রম এবং বাক্য সম্পর্কিত সকল আলোচনা বাক্যতত্ত্ব শাখার অন্তর্ভুক্ত। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

১। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন।

ক. ব্যাকরণ পাঠের কোন প্রয়োজন নেই।

খ. 'বাক্যতত্ত্ব' অংশে বাক্যের আলোচনা থাকে।

গ. ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

ঘ. 'হাত' একটি বাক-প্রত্যঙ্গ।

ঙ. ব্যাকরণ পাঠ করে আমরা ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে জানতে পারি।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

১। ক. মি খ. স গ. স ঘ. মি ঙ. স

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে লিখতে পারবেন।
* ণ-ত্ব বিধানের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় দন্ত্য ন ও মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণগত কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এর পার্থক্য ছিল। আমরা জানি বাংলা ভাষায় অবিকৃত বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ সংস্কৃত শব্দগুলোতে সংস্কৃতের মত দন্ত ন ও মূর্ধন্য-ণ ব্যবহার করা হয়। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে যে নিয়মকে অনুসরণ করে মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার হয় তাকেই ণ-ত্ব বিধান বলে।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া বাংলাভাষার শব্দসম্ভারের অন্য কোন শব্দে মূর্ধন্য ণ লেখার নিয়ম নেই।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে ণ-এর ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ব্যবহারের নিয়ম

১. ট বর্গীয় ধ্বনির আগের দন্ত্য ন সব সময় মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন ঘণ্টা, লুণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য ণ-হয়। যেমন- ঋণ, তৃণ, বর্ণ, ভাষণ ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য, ব, হ এবং ক ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন- হরিণ (র এর পরে ই তারপরে ণ), অর্পণ (র+প+অ+ণ), লক্ষণ (ক্+ষ্+অ+ণ), কৃপণ (ঋ কারের পরে প্, পরে ণ) ইত্যাদি।

৪. সমাসবদ্ধ শব্দে দুইপদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকলে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। যেমন- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি ইত্যাদি।

৫. ত বর্গের আগে কখনও মূর্ধন্য ণ হয় না- দন্তন্য ন হয়। যেমন-অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।

৬. কিছু শব্দে সবসময়ই ণ হয়।

যেসব শব্দে সব সময়ই মূর্ধন্য ণ হয়–

মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বেণু, বীণা, কঙ্কণ, কণিকা, কল্যাণ, শোণিত, মণি, গুণ, পুণ্য, অনূ, বিপণী, ক্ষণিকা, লাবণ্য, বাণী, গৌণ, কোণ, ভাণ, পণ।

৭. কিছু শব্দে সবসময়ই ন দন্ত্য হয় মূর্ধন্য ণ হয় না।

যেসব শব্দে সবসময়ই দন্ত্য ন হয়–

কর্তন, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।